Sanatan Dharma

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভের পর কী করা উচিত ?

প্রশ্ন :- শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভের পর কী করা উচিত ?
উত্তর :- মনুষ্য জীবনে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকৃত শাস্ত্র জ্ঞান লাভের পর কী করা উচিত এটি নিয়ে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ শ্রীমদভগবৎ গীতা 4 নং অধ্যায় 34 নং শ্লোকে সম্পূর্ন নির্দেশ দিয়েছেন যে -

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ || গীতা 4/34

অনুবাদঃ তুমি প্রথমে তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ এর কাছে যাও - তারপর তাদের কায়.মনোবাক্যে হৃদয়. থেকে অকৃত্রিম ভাবে সেবা করো, তারপর যখন তোমার কায়.মনোবাক্যে হৃদয়. থেকে অকৃত্রিম সেবায়. সেই তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ অত্যন্ত তুষ্টি লাভ করবেন, তখন সেই তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষকে শিক্ষা-দীক্ষা-বিদ্যা বিষয়.ক প্রশ্ন করো । তখন সেই তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরু জ্ঞানী পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন। (গীতা 4/34)

যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পান্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। গীতা 4/35

অনুবাদঃ হে পান্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত। (গীতা 4/35)

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।গীতা 4/36

অনুবাদঃ তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে। (গীতা 4/36)

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করার পর এবং কোনটি কর্তব্য এবং কোনটি অকর্তব্য এই নির্ণায়.ক সদবুদ্ধি লাভ করার পর তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরুকরণ প্রত্যেকের আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অতি আবশ্যক এবং উচিত।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।গীতা 4/39

অনুবাদঃ সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে এবং তত্ত্বদ্রষ্টা সদগুরুর উপর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন। (গীতা 4/39)

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহন্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।গীতা 4/40

অনুবাদঃ অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই দিব্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকে সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন না এবং পরলোকেও মুক্তি ও সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হন না।

Published on: Jul, 17 2023 07:43

(গীতা 4/40)

তাই সদগুরু এবং শাস্ত্রের উপর পরম শ্রদ্ধাবান যে কোন ব্যাক্তি- গুরুর দানকরা দীক্ষা- শিক্ষা-বিদ্যা-উপদেশে দিব্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে । তাই শাস্ত্রের উপর পরম শ্রদ্ধা রেখে গুরুর প্রতিটি আদেশ পালনে যে কোন ব্যাক্তি দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারে তাই প্রত্যেকে মানুষের উচিত গুরুর প্রতিটি আদেশ ভগবত আদেশ পালন করে চলা ।

Published on: Jul, 17 2023 07:43